বুড়িগঙ্গা ট্রাজেডির দিনে ৪৫ জনের প্রাণ কাড়ল করোনা

বুড়িগঙ্গা নদীতে লঞ্চডুবির ঘটনার দিনে করোনাভাইরাসে দেশে আরও ৪৫ প্রাণ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৭৮৩ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৪ হাজার ১৪ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৪১ হাজার ৮০১ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ২ হাজার ৫৩ জন এবং মোট সুস্থ ৫৭ হাজার ৭৮০ জন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে। সূত্র-যুগান্তর

করোনায় মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীর স্ত্রীর মৃত্যু

কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রী আ ক ম মোজাম্মেল হকের স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু মারা গেছেন। তার বয়স হয়েছিল ৭১ বছর।

সোমবার সকাল পৌনে ৮টার দিকে রাজধানীর সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে (সিএমএইচ) চিকিৎসাধীন তিনি মারা যান। লায়লা আরজুমান্দ

বানু ২ মেয়ে, এক ছেলে রেখে গেছেন। মন্ত্রীর ছেলে এ টি এম মাজহারুল হক তুষার যুগান্তরকে এ তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রণালয় থেকে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, আজ বাদ জোহর গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন কেন্দ্রীয় কবরস্থানসংলগ্ন মাঠে মরহুমার জানাজা অনুষ্ঠিত হবে।

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে ১৩ জুন মন্ত্রী ও মন্ত্রীর স্ত্রী লায়লা আরজুমান্দ বানু সিএমএইচে ভর্তি হন। মোজাম্মেল সুস্থ হয়ে বাসায় ফিরে গেলেও লায়লা আরজুমান্দ বানুর অবস্থা গুরুতর হওয়ায় তাকে সিএমএইচে রাখা হয়। অবশেষে তিনি করোনার কাছে হেরে না ফেরার দেশে চলে গেলেন।

১৯৪৯ সালের ৬ জানুয়ারি লায়লা আরজুমান্দ বানু গাজীপুরে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার বাবার নাম শেখ মোবারক জান ও মাতার নাম লাল বানু। ব্যক্তিজীবনে অত্যন্ত ধর্মপ্রাণ লায়লা আরজুমান্দ বানু ১৯৭৪ সালের ১৬ এপ্রিল আ ক ম মোজাম্মেল হকের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হন। সুত্র-যুগান্তর

বিদ্যুতের ‘ভুতুড়ে বিল’ সংশোধন হচ্ছে

করোনাভাইরাস পরিস্থিতিতে তৈরি করা বিদ্যুতের ভুতুড়ে বিল নিয়ে জনমনে যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে, সেটির নিরসন করা হচ্ছে। ত্রুটিপূর্ণ বিল দ্রুত সংশোধন করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। সোমবার জাতীয় সংসদে প্রশ্নোত্তর-পর্বে তিনি জানান, ত্রুটিপূর্ণ বিল ঠিক করাসহ বকেয়া বিদ্যুৎ বিল আদায়ে ৬ দফা পদক্ষেপ নেয়া হচ্ছে।

চট্টগ্রাম-৩ আসনের সংসদ সদস্য মাহফুজুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী সংসদকে জানান, বাংলাদেশে কোভিড-১৯ রোগী শনাক্ত হওয়ায় সরকার ২৬ মার্চ থেকে দেশব্যাপী সাধারণ ছুটি ঘোষণা এবং এলাকাভিত্তিক লকভাউন কার্যকর করে। বিদ্যুৎ গ্রাহকদের

অসুবিধার কথা বিবেচনা করে আবাসিক গ্রাহকদের ফেব্রুয়ারি, মার্চ, এপ্রিল ও মে মাসের বিদ্যুৎ বিল সারচার্জ ছাড়া ৩০ জুনের মধ্যে পরিশোধের সুযোগ দেয়া হয়। ফলে অধিকাংশ গ্রাহক বিল পরিশোধ হতে বিরত থাকায় বিপুল পরিমাণে বকেয়ার সৃষ্টি হয়েছে।

বকেয়া বিল আদায়ের বিষয়ে বিদ্যুৎ প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন, বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে যেসব কার্যক্রম নেয়া হয়েছে, তা হলো– কয়েক মাসের ইউনিট একত্র করে একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল না করা, মাসভিত্তিক পৃথক পৃথক বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা, একসঙ্গে বেশি ইউনিটের বিল করে উচ্চ ট্যারিফ চার্জ না করা, ত্রুটিপূর্ণ বা অতিরিক্ত বিল দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা, মে মাসের বিদ্যুৎ বিল (যা জুন মাসে তৈরি হচ্ছে) মিটার দেখে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি। সূত্র-যুগান্তর

সংসদের মুলতবি অধিবেশন শুরু

৫ দিন বিরতির পর সংসদের মুলতবি অধিবেশন শুরু হয়েছে। সোমবার বেলা ১১টায় স্পিকার ড. শিরীন শারমিন চৌধুরীর সভাপতিত্বে অধিবেশন শুরু হয়। এর পর প্রশ্নোত্তর টেবিলে উত্থাপন করা হয়।

অধিবেশনে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ পরিষদের বার্ষিক প্রতিবেদন উত্থাপন করেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন। আজ অর্থবিল ও আগামীকাল সোমবার মূল বাজেট পাস হওয়ার কথা রয়েছে।

চট্টগ্রাম-৩ আসনের মাহফুজুর রহমানের প্রশ্নের জবাবে জ্বালানি ও খনিজসম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সংসদকে জানান, বিদ্যুতের বকেয়া বিল আদায়ের লক্ষ্যে কার্যক্রম নেয়া হয়েছে। তা হলো- কয়েক মাসের ইউনিট একত্র করে একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল না করা, মাসভিত্তিক পৃথক পৃথক বিদ্যুৎ বিল তৈরি করা, একসঙ্গে অধিক ইউনিটের বিল করে উচ্চ ট্যারিফ চার্জ না করা, ত্রুটিপূর্ণ বা অতিরিক্ত বিল দ্রুত সংশোধনের ব্যবস্থা করা, মে মাসের বিদ্যুৎ বিল (যা জুন মাসে তৈরি হচ্ছে) মিটার দেখে সঠিকভাবে প্রস্তুত করা এবং মোবাইল, বিকাশ, জি-পে, রবিক্যাশ, অনলাইনে ঘরে বসে বিদ্যুৎ

বিল পরিশোধের সুযোগ সৃষ্টি।

সরকারি দলের এমপি নুরুন্নবী চৌধুরীর প্রশ্নের জবাবে খনিজ জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী বলেন, দেশে এ পর্যন্ত আবিষ্কৃত ২৭টি গ্যাস ক্ষেত্রের মধ্যে বর্তমানে ২০টি থেকে গ্যাস উত্তোলন করা হবে। প্রসেস প্ল্যান স্থাপন করে ভোলা নর্থ গ্যাস ক্ষেত্র থেকে গ্যাস উত্তোলন করা যাবে। রূপগঞ্জ ও সাঙ্গু গ্যাস ক্ষেত্রের গ্যাস নিঃশেষ হয়ে যাওয়ায় উত্তোলন বন্ধ রয়েছে। বাকি ৪টি গ্যাস ক্ষেত্রের সীমিত গ্যাস মজুদ, কমার্শিয়াল ভায়াবিলিটি, আইনগত জটিলতা ইত্যাদি বিবেচনায় গ্যাস উত্তোলনের বিষয়টি পুনঃমূল্যায়ন প্রয়োজন।

এর আগে গত ১০ জুন বাজেট অধিবেশন শুরু হয়। ১১ জুন অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল নতুন অর্থবছরের জন্য বাজেট প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এর পর দুদিনের জন্য অধিবেশন মূলতবি করা হয়।
গত ১৫ জুন নির্দিষ্টকরণ (সম্পূরক) বিল পাস হয়। এর পর বিরতি দিয়ে গত ২৩ জুন এক কার্যদিবস চলার পর এই অধিবেশন মুলতবি দেয়া হয়। আগামী ৯ জুলাই বাজেট অধিবেশন শেষ হতে পারে বলে জানা গেছে। সুত্র-যুগান্তর

বুড়িগঙ্গার পাড়ে কান্নার রোল, নিহত বেড়ে ৩০

রাজধানীর বুড়িগঙ্গায় যাত্রীবাহী লঞ্চডুবির ঘটনায় শ্যামবাজার এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে। এখন পর্যন্ত ৩০ জনের লাশ উদ্ধার করেছে ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও কোস্ট গার্ড।

নিখোঁজ অন্যদের উদ্ধারে এখনও অভিযান অব্যাহত রয়েছে।

সোমবার সকালে সদরঘাটের শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ডুবে যায় মর্নিং বার্ড লঞ্চ।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় ফায়ার সার্ভিসের ডুবুরি দল ও কোস্ট

গার্ড। তাদের সঙ্গে উদ্ধারকাজে যোগ দিয়েছেন স্থানীয়রাও।

এখন পর্যন্ত ৩০ জনের লাশ উদ্ধার করা হয়েছে। এর মধ্যে ২৩ জন পুরুষ, ৫ জন নারী ও ২ জন শিশু।

এদিকে লঞ্চডুবির খবর পেয়ে শ্যামবাজার এলাকায় ছুটে আসছেন স্বজনরা। তাদের কান্নায় আকাশ বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে।

ডুবে যাওয়া লঞ্চের যাত্রীদের এক স্বজন বলেন, লঞ্চডুবির ঘটনায় আমার চাচি, চাচাতো ভাই ও বড় ভাই নিখোঁজ রয়েছেন। খবর পেয়ে আমি মুন্সীগঞ্জ থেকে ছুটে এসেছি। তবে এখনও তাদের সন্ধান পাইনি।

ঢাকায় ডাক্তার দেখাতে আজ সকালে মুন্সীগঞ্জ থেকে তার আত্মীয়রা মর্নিং বার্ড লঞ্চে উঠেছিলেন বলে জানান তিনি।

আরেক স্বজন বলেন, আমার মামাতো বোন ও তার দুই সন্তান নিখোঁজ রয়েছেন। তাদের সন্ধানে আমি এসেছি।

তিনি বলেন, আমার মামাতো বোন পরিবার নিয়ে ঢাকায় থাকেন। গ্রামের বাড়ি থেকে সন্তানদের নিয়ে তারা আজ ঢাকায় ফিরছিলেন।

সূত্রে জানা গেছে, সকাল পৌনে ৮টার দিকে মর্নিং বার্ড লঞ্চটি অর্ধশতাধিক যাত্রী নিয়ে মুন্সীগঞ্জ থেকে ঢাকার উদ্দেশে ছেড়ে আসে। পথে শ্যামবাজার পয়েন্টে ময়ূর-২ নামের লঞ্চের সঙ্গে ধাক্কা লাগলে ডুবে যায় সেটি।

কেরানীগঞ্জের একটি ডকইয়ার্ড থেকে মেরামত শেষে ময়ূর-২ নদীতে নামানোর সময় ওই দুর্ঘটনা ঘটে বলে জানা গেছে।

তবে ডুবে যাওয়া লঞ্চটি থেকে কয়েকজন যাত্রী সাঁতরে পাড়ে উঠলেও অন্যরা তলিয়ে যান বলে জানিয়েছেন স্থানীয়রা।

বিআইডব্লিউটিএর যুগ্ম পরিচালক (বন্দর) একেএম আরিফ উদ্দিন যুগান্তরকে বলেন, সকাল ৯টার দিকে মুন্সীগঞ্জ থেকে ছেড়ে আসা মর্নিং বার্ড লঞ্চটি সদরঘাটে বার্দিং করার আগ মুহূর্তে চাঁদপুরগামী ময়ূর-২ লঞ্চটি ধাক্কা দেয়। এতে সঙ্গে সঙ্গে তুলনামূলক ছোট মর্নিং বার্ড লঞ্চটি ডুবে যায়। এ সময় লঞ্চটিতে কমপক্ষে অর্ধশতাধিক যাত্রী ছিলেন বলে জানান তিনি। সূত্র-যগান্তর

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগের দাবিতে বরিশালে বিক্ষোভ সমাবেশ

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগসহ ৩ দফা দাবিতে বরিশালে বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে। রবিবার সকাল ১১টায় নগরীর সদর রোডের অশ্বিনী কুমার হলের সামনে জেলা প্রগতিশীল ছাত্র জোটের ব্যানারে এই বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়।

সংগঠনের জেলা সভাপতি শম্পা দাসের সভাপতিত্বে সমাবেশে বক্তব্য রাখেন ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রের কেন্দ্রীয় সদস্য অ্যাডভোকেট একে আজাদ, এমদাদুল হক, শন্তু মিত্র ও তুষার সেন প্রমুখ।

বক্তারা বলেন, সারা দেশে করোনা ভাইরাস মহামারী ধারণ করছে। দেশের অনেক হাসপাতালে ডাক্তার ও নার্সসহ প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ব্যবস্থা নেই। তারা ব্যর্থ স্বাস্থ্যমন্ত্রীর পদত্যাগ, সকলের জন্য রাষ্ট্রায়ত্ব চিকিৎসার ব্যবস্থাকরণ এবং বরিশালে পিসিআর ল্যাব বৃদ্ধিসহ দৈনিক ১ হাজার করোনা পরীক্ষার দাবি জানান। অনতি বিলম্বে এই দাবি আদায় না হলে বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলার হুশিয়ারী দেয়া হয় সমাবেশে। সূত্র-বাংলাদেশ প্রতিদিন

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ

আন্দোলন গড়ার আহ্বান মান্নার

রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকল বন্ধের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন নাগরিক ঐক্যের আহ্বায়ক মাহমুদুর রহমান মান্না।

তিনি বলেছেন, করোনার মতো এত বড় একটা বিপর্যয়ের মধ্যে নতুন করে দেশের ২৫টি রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলের ২৫ হাজার শ্রমিককে কর্মহীন করার সিদ্ধান্ত কোনভাবেই মেনে নেয়া যায় না। এই শ্রমিকদের বেতন-ভাতা নিয়মিতভাবেই বকেয়া হয়ে পড়ে। পাওনা আদায়ের জন্য শ্রমিকদের প্রায়ই আন্দোলনে নামতে হয়। বিগত বছরগুলোয় যারা অবসরে গিয়েছেন, তারাও অবসর সুবিধা পাচ্ছেন না।

রোববার নাগরিক ঐক্যের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য সাকিব আনোয়ার স্বাক্ষরিত এক বিবৃতিতে তিনি এসব কথা বলেন।

মাহমুদুর রহমান মান্না বলেন, বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশনের (বিজেএমসি) অধীন পাটকলগুলো বন্ধের পরিকল্পনা করছে বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়। প্রধানমন্ত্রীও নাকি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নের পক্ষে মত দিয়েছেন বলে পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। কারণ হিসেবে ক্রমাগত লোকসানের কথা বলা হয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী সময়ে সরকারি-বেসরকারি অংশীদারির (পিপিপি) ভিত্তিতে পুনরায় পাটকলগুলো চালু করা হবে বলে জানানো হয়েছে। তার মানে বেসরকারি অংশীদারিত্বে পরিচালিত হলে লোকসান হবে না। অর্থাৎ সমস্যাটা পাট শিল্পের নয়। সরকারের ব্যবস্থাপনা, দুর্নীতি, লুটপাট আজকে পাট শিল্পকে এই অবস্থানে নিয়ে এসেছে। অথচ কয়েক দশক ধরে এই শিল্পই বাংলাদেশের অর্থনীতির অন্যতম স্তম্ভ ছিল।

তিনি বলেন, করোনা মহামারীতে যেখানে সরকারের পাটকল শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ানোর কথা, সেখানে এরকম একটি সিদ্ধান্ত সরকারের জনবিচ্ছিন্নতাকে আরেকবার সামনে এনেছে। জনগণের ম্যান্ডেটহীন, ভোট ডাকাতি করে ক্ষমতায় আসা একটা সরকার এরকম গণবিরোধী সিদ্ধান্ত নেবে এটাই স্বাভাবিক। সূত্র-যুগান্তর

২৫ হাজার পাটকল শ্রমিককে ‘স্বেচ্ছা অবসরে’ পাঠাচ্ছে সরকার

ধারাবাহিকভাবে লোকসানে থাকা রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোর প্রায় পঁচিশ হাজার স্থায়ী শ্রমিককে স্বেচ্ছা অবসরে (গোল্ডেন হ্যান্ডশেক) পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার।

গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের পরিকল্পনার প্রতিবাদে সারা দেশের ২৬টি পাটকলের শ্রমিকদের আন্দোলনের ঘোষণার মধ্যেই বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগীর গাজী রোববার এক ভার্চুয়াল সংবাদ সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে বিষয়টি জানান।

পাটমন্ত্রী বলেন, “পাটকলগুলোতে লোকসান হচ্ছে, এজন্য সরকার চিন্তা করেছে শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দিয়ে এই খাতকে এগিয়ে নিতে।”

বস্ত্র ও পাট সচিব লোকমান হোসেন মিয়া বলেন, পাটকলগুলোতে ২৪ হাজার ৮৮৬ জন স্থায়ী কর্মচারী রয়েছেন। প্রধানমন্ত্রী নির্দেশনা দিয়েছেন, গোল্ডেন হ্যান্ডশেকের মাধ্যমে শ্রমিকদের চাকরির অবসান করতে। পাটকল শ্রমিকদের গোল্ডেন হ্যান্ডশেক দেওয়ার পর পিপিপির (সরকারি-বেসরকারি অংশীদারিত্ব) আওতায় পাটকলগুলোর আধুনিকায়ন করে উৎপাদনমুখী করা হবে। তখন এসব শ্রমিক সেখানে চাকরি করার সুযোগ পাবেন।”

২০১৩ সাল থেকে এ পর্যন্ত ৮ হাজার ৯৫৪ জন পাটকল শ্রমিক অবসরে গেছেন জানিয়ে সচিব বলেন, “অর্থ সংকটে তাদের অবসর ভাতা দেওয়া এখনও সম্ভব হয়নি।

প্রসঙ্গত, বর্তমানে বিজেএমসির আওতায় পাটকল রয়েছে ২৬টি। এর মধ্যে একটি (মনোয়ার জুট মিল) বন্ধ রয়েছে। পাটকলগুলোতে বর্তমানে স্থায়ী শ্রমিক আছেন ২৪ হাজার ৮৬৬ জন। এছাড়া তালিকাভুক্ত বদলি ও দৈনিকভিত্তিক শ্রমিকের সংখ্যা প্রায় ২৬ হাজার। বেসরকারি খাতের পাটকলগুলো লাভ করলেও নানা অব্যবস্থাপনা, অনিয়ম ও দুর্নীতিতে বছরের পর বছর লোকসান গুনছে সরকারি পাটকলগুলো।

লোকসানে থাকা পাটকলগুলোর অর্থায়নের বিষয়ে গত বছরের ১৪ মে সচিবালয়ে সরকারি ক্রয়সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটির বৈঠক শেষে অর্থমন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল বলেছিলেন, ‘রাষ্ট্রায়ত্ত পাটকলগুলোকে গত ১০ বছরে ৭ হাজার কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। পাটকলে আর কতদিন অর্থায়ন করব? গত ১০ বছরে তো আমরা ৭ হাজার কোটি টাকা দিয়েছি। এটা অনেক বড় টাকা।’ সূত্র-যুগান্তর

করোনায় আরও ৪৩ জনের প্রাণহানি, নতুন শনাক্ত ৩৮০৯

করোনাভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে দেশে গত ২৪ ঘণ্টায় আরও ৪৩ জনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে দেশে মোট ১ হাজার ৭৩৮ জন কোভিড রোগী মারা গেলেন।

এই সময়ে ৩ হাজার ৮০৯ জন শনাক্ত হয়েছেন। এ নিয়ে দেশে মোট শনাক্ত হলেন ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জন।

গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৪০৯ জন এবং মোট সুস্থ ৫৫ হাজার ৭২৭ জন।

শনিবার স্বাস্থ্য অধিদফতরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক নাসিমা সুলতানা নিয়মিত ব্রিফিংয়ে জানান, গত ঘণ্টায় ১৭ হাজার ৩৪টি নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। এর মধ্যে পূর্বের নমুনাসহ ১৮ হাজার ৯৯টি নমুনা পরীক্ষা করে ৩ হাজার ৮০৯ জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে। মোট আক্রান্ত ১ লাখ ৩৭ হাজার ৭৮৭ জন। শনাক্তের হার ২১ দশমিক ০৫ শতাংশ।

তিনি জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় ৪৩ জন মারা গেছেন। এর মধ্যে পুরুষ ৩১ জন ও নারী ১৪ জন। এ নিয়ে মোট মারা গেলেন ১ হাজার ৭৩৮ জন।

নাসিমা সুলতানা জানান, গত ২৪ ঘণ্টায় সুস্থ হয়েছেন ১ হাজার ৪০৯ জন। এ পর্যন্ত সুস্থ ৫৫ হাজার ৭২৭ জন।

শনাক্ত বিবেচনায় সুস্থতার হার ৪০ দশমিক ৪৪ শতাংশ ও মৃত্যুর হার ১

দশমিক ২৬ শতাংশ।

তিনি আরও জানান, বয়স বিভাজনে ২১-৩০ বছরের মধ্যে ২ জন, ৩১-৪০ বছরের মধ্যে একজন, ৪১-৫০ বছরের মধ্যে ৭ জন, ৫১-৬০ বছরের মধ্যে ১৩ জন, ৬১-৭০ বছরের মধ্যে ১২ জন, ৭১-৮০ বছরের মধ্যে ৭ মারা এবং ৮১-৯০ বছরের মধ্যে একজন মারা গেছেন।

নাসিমা জানান, বিভাগভিত্তিক বিশ্লেষণে দেখা গেছে, ঢাকা বিভাগে ২১ জন, চট্টগ্রামে ১০ জন, রাজশাহীতে ২ জন, সিলেটে ৩ জন, খুলনায় ৩ জন, রংপুরে একজন, বরিশালে ৩ জন এবং ময়মনসিংহে একজন মারা গেছেন। এর মধ্যে হাসপাতালে ৩০ জন ও বাড়িতে ১২ জন মারা গেছেন। মৃত অবস্থায় হাসপাতালে এসেছেন একজন।

প্রসঙ্গত গত বছরের ৩১ ডিসেম্বর চীনের হুবেই প্রদেশের উহান শহর থেকে প্রথম করোনাভাইরাস শনাক্ত হয়। দেশে প্রথম কোভিড-১৯ রোগীশনাক্ত হন ৮ মার্চ এবং এ রোগে আক্রান্ত প্রথম রোগীর মৃত্যু হয় ১৮ মার্চ।

২৫ মার্চ প্রথমবারের মতো রোগতত্ত্ব, রোগনিয়ন্ত্রণ ও গবেষণা ইনস্টিটিউট (আইইডিসিআর) জানায়, বাংলাদেশে সীমিত পরিসরে কমিউনিটি ট্রান্সমিশন বা সামাজিকভাবে করোনাভাইরাসের সংক্রমণ হচ্ছে।

একযোগে বন্যাকবলিত ৭ জেলা

দেশের উত্তর ও পূর্বাঞ্চলের ৭ জেলায় একযোগে বন্যা কবলিত হয়েছে। আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে আরও দুই জেলা আক্রান্ত হবে। বন্যা কবলিত জেলাগুলো হলো-কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, লালমনিরহাট, নীলফামারী, জামালপুর, সিলেট ও সুনামগঞ্জ বন্যা কবলিত হয়েছে।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারতের পূর্বাঞ্চল বা উজান থেকে নেমে আসা পানি, অতি বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের কারণে এ বন্যা দেখা দিয়েছে। তা জুলাইয়ের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত চলতে পারে।

এফএফডব্লিউসির বুলেটিনে বলা হয়, উল্লিখিত নদীগুলোতে বাড়তে পারে পানি প্রবাহ। ফলে উল্লিখিত জেলাগুলোতে বন্যা পরিস্থিতির আরও

অবনতি হতে পারে। বর্তমানে বিপৎসীমার সবচেয়ে উপরে বইছে যদুকাটা লরেরগড় পয়েন্টে ১২১ সেন্টিমিটার উপরে। ধরলা বইঠে ৪১ সেন্টিমিটার, তিস্তা ডালিয়া পয়েন্টে ১৮ সেন্টিমিটার, ব্রহহ্মপুত্র নুনখাওয়া ও চিলমারিতে যথাক্রমে ২১ ও ৩৫ সেন্টিমিটার উপরে বইছে। যমুনা ফুলছড়ি ও বাহাদুরাবাদ পয়েন্টে ২৫ ও ১৮ সেন্টিমিটার উপরে এবং সুরমা কানাইঘাটে ৪০ ও কুশিয়ারা সুনামগঞ্জে ৪৬ সেন্টিমিটার উপরে বইছে।

৪৮ ঘণ্টার মধ্যে আক্রান্ত হবে আরও দুই জেলা: এদিকে এক সপ্তাহের মধ্যে দেশের আরও বেশ কয়েকটি জেলায় বন্যাকবলিত হওয়ার আশংকা রয়েছে।

সরকারের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্র (এফএফডব্লিউসি) বলেছে, আগামী ৪৮ ঘন্টার মধ্যে সিরাজগঞ্জ ও বগুড়াও আক্রান্ত হবে। ব্রহ্মপুত্র, যমুনা, তিস্তা, ধরলা, সুরমা, কুশিয়ারা, যদুকাটা ৯টি পয়েন্টে বইয়ে বিপৎসীমার উপরে। সোমেশ্বরী, ভূগাই ও কংস ২৪ থেকে ৪৮ ঘন্টায় বিপৎসীমা পার করবে। সবমিলে বন্যা পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটবে।

বিশেষজ্ঞের বক্তব্য: বুয়েটের পানি ও বন্যা ব্যবস্থাপনা ইন্সটিটিউটের অধ্যাপক ড. একেএম সাইফুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, বাংলাদেশের উত্তর ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল এবং ভারতের মেঘালয়, আসাম, দার্জিলিংসহ পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে আগামী তিন ব্যাপক বৃষ্টিপাত হতে পারে। ফলে নদ-নদীতে পানিপ্রবাহ আরও বেড়ে যেতে পারে। এ বন্যা স্বল্প থেকে মধ্যমেয়াদী বন্যা হতে পারে। অর্থাৎ বন্যার মেয়াদ ১৫দিনও হতে পারে। এই বন্যার পানি একদিকে মেঘনার দিকে এবং আরেকদিকে যমুনা হয়ে পদ্মায় আসতে পারে। এতে মধ্যাঞ্চল বা ঢাকা, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, মানিকগঞ্জ, টাঙ্গাইল, ফরিদপুর, মাদারীপুর ও শরীয়তপুরের নিম্নাঞ্চল বন্যাকবলিত হতে পারে।

যুগান্তর রিপোর্ট